অতি সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় (কয়েকটি ফেইজবুক পেইজে) বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজের দ্বাদশ শ্রেনির রিটেস্ট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া এবং আর্থিক লেনদেন বিষয়ে একটি পোষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়েছে যা সম্পূর্ন মিথ্যা, উদ্দেশ্য প্রনোদিত এবং ভিত্তিহীন।

দ্বাদশ শ্রেনির নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে বরাবরের মত সকল বিষয় শিক্ষক ও বিভাগীয় প্রধানগণের সংগে আলোচনা করে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের নীতিমালা মোতাবেক ফরম পূরণ ও রিটেস্ট পরীক্ষার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সর্বমোট ১৫২৪জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯১৭জন শিক্ষার্থী সকল বিষয়ে পাশ করতঃ এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬ এর ফরম পূরণ করার যোগ্যতা অর্জন করে। অবশিষ্ট ৬০৭ জনের মধ্যে ১ থেকে ৩টি পর্যন্ত বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়া ৫৫২ জন শিক্ষার্থী রিটেস্ট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে যা আগামী ০৭ মার্চ ২০২৬ তারিখে শেষ হতে যাচ্ছে। অবশিষ্ট ৫৫ জন শিক্ষার্থী ৪ থেকে ৬টি পর্যন্ত বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়ায় রিটেস্ট পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়নি। ইতোমধ্যে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক দ্বাদশ শ্রেনির ছাড়পত্রের সময়সীমা বৃদ্ধি করায় উক্ত ৫৫জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫৩জন শিক্ষার্থী অভিভাবকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ছাড়পত্রের মাধ্যমে কলেজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বাকী ০২জন শিক্ষার্থী পরবর্তী বছর (২০২৭ সালে) এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে।

রিটেস্ট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ অথবা ফরম পূরণ করানোর জন্য উত্থাপিত আর্থিক লেনদেন এর অভিযোগটি মোটেও সত্য নয়। তথাপি উত্থাপিত বিষয়ে কারোও কোন অভিযোগ থাকলে প্রমাণসহ প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত গভর্নিং বডির সভাপতি বরাবর (০১৭৬৯-৬০০১২০) উপস্থাপন করতে অনুরোধ জানানো হলো। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের কারোও সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। এক্ষেত্রে অভিযোগকারীর সকল প্রকার গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।

অভিভাবকগণ স্বেচ্ছায় আবেদন করে কলেজ পরিবর্তন করেছেন। এখানে কাউকে বাধ্য করা হয়নি। অতএব, কেউ যদি এ বিষয়ে মিথ্যা অপপ্রচার করে, তবে প্রমাণসহ প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। ফেসবুকে ভিত্তিহীন প্রচারণা চালিয়ে কর্তৃপক্ষ এবং স্বনামধন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে হেয় করার অপচেষ্টা যারা করছে তারা প্রকারান্তরে তাদের হীনমন্যতা, অনৈতিকতা এবং অত্যন্ত নীচু মানসিকতারই পরিচয় দিচ্ছে।